দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ২৪ AUG 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

উপেক্ষিত প্রতিবন্ধীবান্ধব স্থাপনা নির্মাণের নির্দেশ

শিক্ষানীতিতে থাকলেও নেই পরিপত্রে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

২০১০ সালে শিক্ষানীতি অনুযায়ী একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বাধামুক্ত অংশগ্রহণের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণকালে অনুসরণীয় বিষয়াদি শীর্ষক পরিপত্রে তার উল্লেখ না থাকায় ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনগুলোর মাঝে। তাদের অভিযোগ, সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবান্ধব আইন প্রণীত হওয়া সত্ত্বেও একীভূত নির্দেশনা বাস্তবায়নে ব্যাপক অনীহা প্রকাশ পেয়েছে এই পরিপত্রে। গত শনিবার আয়োজিত মতবিনিময় সভায় এই অভিযোগগুলো ওঠে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ নির্দেশনা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবান্ধব করতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠনের পরিষদ (পিএনএসপি) এবং বাংলাদেশ সোসাইটি ফর দ্যা চেল্ল অ্যাডভোকেসি নেক্সাস (বি-স্ক্যান)-এর যৌথ উদ্যোগে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ডিপিও নেটওয়ার্ক পিএনএসপি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই মতবিনিময় সভায় বক্তারা বলেন, সিআরপিডি শরীক রাষ্ট্র হিসেবে একীভূত সমাজ বিনির্মাণে সংগতিপূর্ণ বন্দোবস্তসহ (রিজেন্যাবল একমোডেশন), সার্বজনীন পরিকল্পনার (ইউনিভার্সাল ডিজাইন) ভিত্তিতে সকল ভবন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবান্ধব বা তাদের প্রবেশগমন উপযোগী করে তোলা সরকারের দায়িত্ব এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ ও প্রস্তাবিত জাতীয় ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-আইন-২০১৫ অনুযায়ী সকল ভবন ও স্থাপনা নির্মাণে সকল মানুষের প্রবেশগম্যতা ও ব্যবহার উপযোগিতা নিশ্চিতে কঠোর মনিটরিং ব্যবস্থা নেয়া না হলে এমন অবহেলাই প্রকাশ পাবে ভবিষ্যতেও।

সভার প্রধান অতিথি বুয়েটের স্থাপত্য বিভাগের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ জাতীয় ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ২০১৫ কনসালটেন্ট ড. জেবুন নাসরীন আহমেদ গণস্থাপনার নকশা অনুমোদন প্রদানকারী সংস্থাগুলোতে প্রবেশগম্যতা অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ফোকাল পারসন হিসাবে নিয়োগ দেয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, রাজউক এবং সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান যারা স্থাপনার নকশা নিয়ে কাজ করেন এবং অনুমোদন দেন তারাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবান্ধব চাহিদা পূরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। এছাড়াও প্রবেশগম্যতার আইন না মানার কারণে তিনি বেশ কিছু স্থাপনা এবং ভবনের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্যও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনগুলোকে আহবান জানান।

শিক্ষা ভবনে প্রবেশগম্যতা শুধুমাত্র শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য নয় উল্লেখ করে পিএনএসপি এর সভাপতি এম ওসমান খালেদ বাংলা ইশারা ভাষায় তার বক্তব্যে বলেন, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ এবং শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী মানুষের জন্যেও ভবনে প্রবেশগম্যতা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। বিশেষত শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী মানুষের প্রবেশগম্যতা বিষয়টি অবহেলিত থেকে যায় সবক্ষেত্রেই।

বিশেষ অতিথি সুইড বাংলাদেশ এর সভাপতি জওহেরুল ইসলাম মামুন বলেন, শুধুমাত্র শিক্ষা মন্ত্রাণালয় নয়, অন্যান্য মন্ত্রাণালয়ের শিক্ষা সংক্রান্ত ভবনেও প্রবেশগম্যতার বিষয়ে পরিপত্র জারি করতে হবে। আরো বক্তব্য রাখেন স্থপতি সাঈদা সুলতানা এ্যানি, পিএনএসপি এর পরিচালক রফিক জামান, পিএনএসপি এর সভাপতি এম ওসমান খালেদের সভাপতিত্বে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পিএনএসপি এর স্বেচ্ছাসেবক ও বাংলাদেশ ভিজ্যুয়ালি ইম্পেয়ার্ড পিপলস সোসাইটির যুগ্ম সম্পাদক ইফতেখার মাহমুদ। প্রায় দশটিরও অধিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আরও ছিলেন বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিগণ। ইশারা ভাষায় দোভাষীর দায়িত্ব পালন করেন সোসাইটি ফর দ্যা ডেফ এ্যান্ড সাইন ল্যাংগুয়েজ ইউজার্স এর সমন্বয়ক আবু হানিফ মুহাম্মদ ফরহাদ। উল্লেখ্য, ফুটপাত থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব জায়গায় প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছে প্রতিবন্ধীব্যক্তিরা।